রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

666

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৯, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৯ই জুলাই, ২০০৯/২৫শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৯ই জুলাই, ২০০৯ (২৫শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৪০ নং আইন

সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার অথবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার অথবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার, বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা, আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নয়ন এবং বাজেট প্রণয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অর্থ বৎসর"** অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের উল্লিখিত অর্থ বৎসর;

(২) **"অর্থ বিভাগ"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ;

(৩) **"অন্যান্য প্রতিষ্ঠান"** অর্থ সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান;

(৪) **"অপচয়"** অর্থ বার্ষিক বাজেটে যে উদ্দেশ্যে (Purpose) অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় অথবা ব্যবহার করা;

(৫) **"ঋণ গ্রহণ"** অর্থ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তর অথবা বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহ, যাহা ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে;

(৬) **"ঋণ প্রদান"** অর্থ সরকার কর্তৃক কোন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সরকারি কর্মচারী অথবা কোন ব্যক্তিকে সুদযুক্ত অথবা সুদমুক্তভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ প্রদান, যাহা গ্রহীতার নিকট হইতে আদায়ের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে;

(৭) **"গ্যারান্টি"** অর্থ কোন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভ্যন্তরীণ অথবা বহিঃউৎস হইতে গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন চার্জ আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অসমর্থ হইলে সরকার কর্তৃক তাহা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাউন্টার গ্যারান্টিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) **"দপ্তর"** অর্থ কোন মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের অধীন কোন সংযুক্ত দপ্তর বা পরিদপ্তর বা অধিদপ্তর;

(৯) **"দায়যুক্ত ব্যয়"** অর্থ সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(১০) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(১১) **"নির্বাহী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, ক্ষেত্রমত, প্রধান উপদেষ্টা অথবা কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা অথবা প্রতিমন্ত্রী অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

(১২) **"প্রচ্ছন্ন দায়"** অর্থ কোন সংস্থা অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত ঋণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদান করা হইয়াছে এমন ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সংস্থা অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতাজনিত কারণে সরকারের উপর আরোপিত হইতে পারে এমন সম্ভাব্য দায়;

(১৩) **"প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব"** অর্থ সংবিধানের ৮৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব;

(১৪) **"প্রধান খাত"** অর্থ কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমুদয় আয় অথবা ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত খাত, এবং কোন বিশেষ প্রকৃতির ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত খাতও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **"বাজেট ঘাটতি"** অর্থ সংযুক্ত তহবিলে ঋণ বাবদ প্রাপ্তি ব্যতীত মোট প্রাপ্তি অপেক্ষা উক্ত তহবিল হইতে ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ ব্যতীত মোট পরিশোধ বেশী হইবার কারণে উদ্ভূত ঘাটতি;

(১৬) **"বার্ষিক বাজেট"** অর্থ সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি; এবং সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মঞ্জুরী দাবীসহ অন্যান্য বাজেট দলিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **"বাংলাদেশ ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President Order No. 127 of 1972) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১৮) **"মধ্যমেয়াদি বাজেট"** অর্থ সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের এবং বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে কর্মকৃতির (Performance) যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সম্বলিত তিন অর্থ বৎসর মেয়াদি বাজেট যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের বাজেট বৎসরের প্রাক্কলন এবং তৎপরবর্তী দুই বৎসরের প্রক্ষেপণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(১৯) **"মূলধন ব্যয়"** অর্থ এমন কোন ব্যয় অথবা বিনিয়োগ, যাহা হইতে এক বৎসরের অধিককাল উপকার অথবা সেবা পাওয়া যাইবে;

(২০) **"রাজস্ব আয়"** অর্থ কর, লেভী বা শুল্ক অথবা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন চার্জ এবং কর বহির্ভূত অন্যান্য খাত হইতে সংগৃহীত অর্থ যাহা সংযুক্ত তহবিলে জমা করিতে হইবে;

(২১) **"রাজস্ব ব্যয়"** অর্থ সরকারের আবর্তক প্রকৃতির চলতি ব্যয়;

(২২) **"সংবিধান"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(২৩) **"সংস্থা"** অর্থ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান;

(২৪) **"সংযুক্ত তহবিল"** অর্থ সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংযুক্ত তহবিল;

(২৫) **"সরকারি ঋণ"** অর্থ সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃখাত হইতে গৃহীত ঋণ ও ঋণের স্থিতি;

(২৬) **"হিসাব রক্ষণ কার্যালয়"** অর্থ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা হিসাব রক্ষণ কার্যালয় এবং উপজেলা হিসাব রক্ষণ কার্যালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৩। **আর্থিক ব্যবস্থাপনা।**—(১) সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি সাধন এবং বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার সুষ্ঠু আর্থিক ও সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং ঋণের স্থিতি পরিশোধযোগ্য সীমার মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাপনাসমূহ গ্রহণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সংগৃহীত ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা এবং উক্ত উৎস হইতে সংগৃহীত বার্ষিক ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টিজনিত প্রচ্ছন্ন দায় (contingent liability) ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখা; এবং

(গ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে গৃহীত সরকারি ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদের শতকরা অংশ হিসাবে প্রতি বৎসর ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা।

(৩) দৈনন্দিন নগদ অর্থের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে নির্ধারিত সীমার মধ্যে উপায়-উপকরণ অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উপায়-উপকরণ অগ্রিম গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে অতিরিক্ত অর্থ ওভার ড্রাফ্ট হিসাবে গ্রহণ ব্যতিত সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রাইমারী সিকিউরিটিসমূহ যেমন, ট্রেজারী বিল, বণ্ড প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারিবে।

(৫) সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজেট ঘাটতি, অভ্যন্তরীণ উৎস ও বহিঃউৎস হইতে গৃহীত ঋণ এবং গ্যারান্টিজনিত প্রচ্ছন্ন দায় ইত্যাদির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে গৃহীত ঋণের স্থিতি-সীমা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রাইমারী সিকিউরিটি ক্রয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করিবে।

৪। **অর্থ বরাদ্দে সমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।**—সরকার, জনস্বার্থে, অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ঃ—

(ক) আঞ্চলিক সমতা নিশ্চিতকরণ;

(খ) নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণ;

(গ) দারিদ্র্য নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান;

(ঘ) সংস্থাসমূহকে অনুদান, ভর্তুকি, ঋণ ইক্যুইটি ইত্যাদি বাবদ প্রদত্ত অর্থ বাজেটে যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন ; এবং

(ঙ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক তাহাদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা।

৫। **আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।**—সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুষ্ঠু ও কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সেবার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব

৬। **সংযুক্ত তহবিল এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।**—অর্থ বিভাগ সংযুক্ত তহবিল এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করিবে।

৭। **সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা ও প্রত্যাহার।**—(১) সংযুক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ সংগৃহীত পদ্ধতিতে জমা করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সংবিধানের ৮৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সংগৃহীত সকল ঋণ, ঋণ পরিশোধ হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ ; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অনুদান।

(২) অর্থ বিভাগ সংযুক্ত তহবিলের জন্য একটি উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংকিং হিসাব পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিবে।

৮। **সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রত্যর্পণ ও ফেরতযোগ্য অর্থ উত্তোলন।**—রাজস্ব আহরণকারী কোন দপ্তর কর্তৃক কর, লেভী, শুল্ক অথবা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংযুক্ত তহবিলে জমা করিবার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর উক্ত তহবিল হইতে আইনগতভাবে প্রত্যর্পণ ও ফেরতযোগ্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংযুক্ত তহবিল হইতে উত্তোলন করিতে পারিবে।

৯। **প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ জমা ও উক্ত হিসাব হইতে অর্থ পরিশোধ।**—(১) সংযুক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ ব্যতীত সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থ সংবিধানের ৮৪(২) অনুচ্ছেদের এর বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।

(২) অর্থ বিভাগ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব অর্থ জমা ও পরিশোধের বাৎসরিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত হিসাবে অর্থ জমা বা উক্ত হিসাব হইতে অর্থ পরিশোধ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণ করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাজেট ব্যবস্থাপনা

১০। **বাজেট।**—(১) অর্থ মন্ত্রী, প্রত্যেক অর্থ বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে বার্ষিক বাজেট সংসদে পেশ করিবেন।

(২) বার্ষিক বাজেটে দায়যুক্ত ব্যয় হইতে অন্যান্য ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) বার্ষিক বাজেটে অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্ব খাতের ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) অর্থ মন্ত্রী বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে একটি মধ্যমেয়াদি বাজেট সংসদে পেশ করিবেন এবং মধ্যমেয়াদি বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয়ের বাজেট-বৎসরের প্রাক্কলন ছাড়াও তদপরবর্তী দুই বৎসরের প্রক্ষেপন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৫) মধ্যমেয়াদি বাজেটে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ এবং অর্থ বরাদ্দের সঙ্গে মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহের কর্মকৃতির (performance) যোগসূত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

১১। **নীতি বিবৃতি (Policy Statement)।**—সরকার, প্রতি বৎসর বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটি নীতি বিবৃতি সংসদে পেশ করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) অন্তর্নিহিত অনুমানসমূহের (underlying assumptions) বিশ্লেষণসহ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি-সম্ভাবনার পর্যালোচনা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা;

(খ) সরকারের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ, আর্থিক নীতি (Fiscal Policy) অনুদানসহ (যদি প্রযোজ্য হয়) রাজস্ব আয়, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন;

(গ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ কৌশলের মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস হইতে ঋণ গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা, পদ্ধতি ও মাধ্যম, বহিঃঋণের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ঝুঁকি, সংস্থাসমূহের জন্য প্রদত্ত ঋণ বা গ্যারান্টির পরিমাণ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য গ্যারান্টির পরিমাণ ইত্যাদি।

১২। **সংশোধিত বাজেট।**—(১) অর্থ মন্ত্রী, প্রয়োজনে, প্রত্যেক অর্থ বৎসরে একটি সংশোধিত বাজেট সংসদে পেশ করিবেন।

(২) সংশোধিত বাজেট, যথাসম্ভব, প্রত্যেক বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে পেশ করিতে হইবে।

(৩) সংশোধিত বাজেট পেশ করিবার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৮৭, ৮৮, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংবিধানের ৯১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি বা অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতিও সংসদে পেশ করিতে হইবে।

১৩। **বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও অর্থ ছাড়।**—(১) বার্ষিক বা সংশোধিত বাজেট অনুমোদিত হইবার পর অর্থ বিভাগ, দায়যুক্ত ব্যয়সহ অনুমোদিত বরাদ্দ সম্পর্কে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কার্যালয়সমূকে সত্বর অবহিত করিবে।

(২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ অধীনস্থ নিয়ন্ত্রণকারী অথবা ব্যয়ন কর্মকর্তাগণের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পুনঃবরাদ্দের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বাজেট বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী অর্থ অবমুক্ত অথবা ছাড় করিবে।

১৪। **অর্থ স্থানান্তর ও পুনঃউপযোজন।**—(১) সংসদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অপ্রত্যাশিত ব্যয় খাত ব্যতীত এক মঞ্জুরী হইতে অন্য কোন মঞ্জুরীর বিপরীতে এবং দায়যুক্ত ব্যয় হইতে অন্যান্য ব্যয়ে অর্থ স্থানান্তর অথবা পুনঃউপযোজন করা যাইবে না।

(২) অর্থ বিভাগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রধান খাতের অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব ব্যয় হইতে মূলধন ব্যয়ে অথবা মূলধন ব্যয় হইতে রাজস্ব ব্যয়ে অথবা বেতন ও ভাতা শ্রেণী হইতে অন্য কোন শ্রেণীতে কোন অর্থ পুনঃউপযোজন করা যাইবে না"।

১৫। **বাজেট পরিবীক্ষণ।**—(১) সরকার, বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে নির্দেশমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহাদের আর্থিক ও অ-আর্থিক কর্মসম্পাদনের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশ করিবে।

(৪) অর্থ মন্ত্রী, বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয়ের গতিধারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিক পর্যালোচনা করিবেন এবং উক্ত পর্যালোচনার ফলাফল এবং করণীয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করিবেন।

১৬। **বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) বাজেট ব্যবস্থপনার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রধান হিসাবদানকারী অফিসারের (Principal Accounting Officer) সভাপতিত্বে একটি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটির কার্যক্রমে সহায়তা করিবার জন্য এক বা একাধিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা যাইবে।

(২) সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও নীতি বিশ্লেষণ ও মন্ত্রণালয় বা বিভাগভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একটি বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ বা অধিশাখা বা শাখা প্রতিষ্ঠা করিবে।

১৭। **আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন**—(১) সকল প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কার্যালয় কর্তৃক রক্ষিত হিসাবের সহিত নিয়মিতভাবে সংগতিসাধন করিবেন।

(২) প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য উহা মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৩) সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করিবার জন্য হিসাব রক্ষণ কার্যালয় মাসিক এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক তথ্য ও উপাত্ত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিবে এবং অর্থ বিভাগ উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রয়োজনে বিশ্লেষণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

(৪) হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারের সাংবৎসরিক প্রাপ্তি, পরিশোধ এবং বিভিন্ন প্রকারের স্থিতি সম্বলিত বার্ষিক আর্থিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর নিকট উপস্থাপন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

১৮। **প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার** (Principal Accounting Officer) ।—(১) প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একজন প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার থাকিবে।

(২) মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে, উহার একজন কর্মকর্তাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

১৯। **প্রধান হিসাবদানকারী অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ।—প্রধান হিসাবদানকারী অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কার্যকর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ইহার যথার্থতা (bonafide) এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা উহা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আহরণযোগ্য সকল রাজস্ব সংগ্রহের এবং অননুমোদিত ও অপচয়মূলক ব্যয় প্রতিরোধের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বাজেট প্রণয়ন করা হইয়াছে কিনা এবং সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে কিনা উহা নিশ্চিতকরণ;

(চ) সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২০। **নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আর্থিক দায়িত্ব** ।—(১) নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্যান্য ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এই আইনের বিধানসমূহ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) নির্বাহী কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংশ্লেষ রহিয়াছে এইরূপ যে কোন সিদ্ধান্ত প্রচলিত সকল বিধি-বিধান পালনপূর্বক অবশ্যই লিখিতভাবে গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋণ ও গ্যারান্টি

২১। **ঋণ সংগ্রহ**।—(১) সরকার, দেশের অভ্যন্তর অথবা বহিঃউৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(২) সরকারের পক্ষে ঋণ সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা কোন প্রকার ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

(৩) সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন;

(খ) কোন প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(গ) কোন সংস্থায় পুনঃলগ্নী;

(ঘ) পূর্বে গৃহীত ঋণের পরিশোধ অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে কোন ঋণের অর্থায়ন; এবং

(ঙ) সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে।

২২। **গ্যারান্টি**।—সরকারের পক্ষে অর্থ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কোন প্রকার গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারিবে না।

সপ্তম অধ্যায়

আর্থিক অসদাচরণ

২৩। **আর্থিক অসদাচরণ**।—(১) কোন সরকারি কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে—

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাজনিত কারণে ব্যর্থ হইলে, অথবা

(খ) কোন অননুমোদিত বা অপচয়মূলক ব্যয় নির্বাহ বা ব্যয় নির্বাহের আদেশ প্রদান করিলে, অথবা কোন আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ইহার যথার্থতা (bonafide) এবং সংশ্লিষ্ট আইন বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি আর্থিক অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আর্থিক অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য আইন বা প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা**।—এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে।

২৬। **বিদ্যমান বিধি ও আদেশসমূহের প্রয়োগ**।—এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি, প্রবিধান, ম্যানুয়েল, কোড ও আদেশ, এই আইনের অধীন নতুন বিধি, প্রবিধান, ম্যানুয়েল, কোড প্রণয়ন বা আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

২৭। **মূল পাঠ এবং ইংরেজী পাঠ**।—এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
ও
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ১৪ই জুলাই, ২০০৯ (৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৪২ নং আইন

Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নেবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 (Ord. No. LVII of 1976) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২ জুলাই, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **Ordinance No. LVII of 1976 এর Section 2 এর সংশোধন।**—Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LVII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 2 এর Clause (e) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **Ordinance No. LVII of 1976 এর Section 3 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর Section 3 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Section 3 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"3. **Restriction on marriage with foreign nationals.**—(1) A Public servant shall not marry or promise to marry a foreign national except with the permission granted under sub-section (2).

(2) The President may, on an application made in this behalf, grant a public servant permission to marry or promise to marry a foreign national.

(3) A public servant who contravenes the provision of sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in any other law or in the terms and conditions of his service, be liable to be removed from service."

৪। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) (Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংশোধিত Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 (Ord. No. LVII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Ordinance এর অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

২০০৯ সনের ৪৩ নং আইন

Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Public Servants (Dismissal on Conviction) (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ০১ জুন ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **Ordinance No. V of 1985 এর SCHEDULE এর সংশোধন।**— Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985) এর SCHEDULE এ উল্লেখিত "Six months" শব্দগুলির পরিবর্তে "one year" শব্দগুলি এবং "one thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "ten thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) Public Servants (Dismissal on Conviction) (Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সনের ৩৮ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লেখিত, দ্বারা সংশোধিত Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লেখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এ দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Ordinance এর অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই জুলাই, ২০০৯(৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৪৪ নং আইন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান;

এবং জনস্বার্থে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন অপরিহার্য;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ টেলিভিশনের টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) 'টেরেস্ট্রিয়াল' অর্থ ভূনির্ভর সম্প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

(খ) 'টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার' অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে টাওয়ার, এ্যান্টেনা এবং ট্রান্সমিটার স্থাপনক্রমে এমন টেলিভিশন সম্প্রচার পদ্ধতি যাহা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) কর্তৃক নির্ধারিত VHF Band-III, UHF Band-IV এবং UHF Band-V এর Frequency ব্যবহার করিয়া প্রতিষ্ঠিত;

(গ) 'বিটিভি' অর্থ বাংলাদেশ টেলিভিশন;

(ঘ) 'ব্যক্তি' অর্থে আইনগত স্বত্ত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) 'সম্প্রচার পদ্ধতি' অর্থ সম্প্রচার কেন্দ্রের আওতাভুক্ত গ্রাহক টেলিভিশন সেটের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান অবলোকন এবং শ্রবণ করিতে পারিবেন এইরূপ পদ্ধতি;

(চ) 'VHF Band-III' অর্থ Very High Frequency, 174-230 MHz;

(ছ) 'UHF Band-IV' অর্থ Ultra High Frequency, 520-606 MHz;

(জ) 'UHF Band-V' অর্থ Ultra High Frequency, 606-704 MHz.

৩। **টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার, সংরক্ষণ, ইত্যাদি**।—ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কর্তৃক টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য নির্ধারিত VHF Band-III, UHF Band-IV এবং UHF Band-V কেবল বিটিভি'র জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৪। **যন্ত্রপাতি ক্রয়, সংগ্রহ বা অধিকার রাখার উপর বাধা-নিষেধ**।—বিটিভি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচারের লক্ষ্যে কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে বা অধিকারে রাখিতে পারিবে না।

৫। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) এই আইনের ধারা ৩ ও ৪ এর বিধান লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১(এক) কোটি টাকা কিন্তু অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২(দুই) কোটি টাকা কিন্তু অন্যূন ১(এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংগ্রহ করিলে বা অধিকারে রাখিলে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার উক্ত যন্ত্রপাতি তাৎক্ষণিকভাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

৬। **বিধি দ্বারা অপরাধ নির্ধারণ ও দণ্ডারোপ**।—এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংগঠনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ দণ্ড ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

৭। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—(১) কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) 'কোম্পানী' বলিতে কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) 'পরিচালক' বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানী কর্তৃক এই আইন বা বিধিতে বর্ণিত কোন অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয় বা এইরূপ কার্যালয় না থাকিলে যে স্থান হইতে সাধারণতঃ উহার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বা যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয় বা যে স্থানে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের উপর এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেই হইবে যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত।

৮। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognigable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৯। **অপরাধের বিচার**।—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সকল অপরাধ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

১০। **অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা**।—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির উপর ধারা-৫ ও ৬ এর অধীন অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

১১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৫। **হেফাজত সংক্রান্ত বিধান**।—(১) বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ অধ্যাদেশ ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

৬৪৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই জুলাই, ২০০৯(৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৪৫ নং আইন

Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 (Act No. XXI of 1974) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ০৩ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **Act No. XXI of 1974 এর section-3 এর সংশোধন।**— Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 (Act No. XXI of 1974) এর section-3 এর sub-section (2) এর—

(ক) Clause (b) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (b) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"(b) a person is, at the time of his appiontment as the Chairman or a Member, a retired servant of the Government or of a statutory body or nationalised enterprise, he shall be paid the salary specified in sub-section (1), and no pensionary benefit, if any, will be deducted from the salary which the Chairman or a Member is entitled to draw under section 3(1) and 3(2).";

(খ) Clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"(c) a person appionted as the Chairman or a Member, retires from the service of the Republic or of a statutory body or nationalised enterprise during the term of his office as the Chairman or a Member, he shall with effect from the date of his retirement, be paid the salary specified in sub-section (1), and no pensionary benefit, if any, will be deducted from the salary which the Chairman or a Member is entitled to draw under section 3(1) and 3(2).";

৩। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, 2008 (২০০৮ সনের ৮ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংশোধিত Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 (Act No. XXI of 1974) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Act এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত Act এর অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ১৪ই জুলাই, ২০০৯ (৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৪৬ নং আইন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই আইন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন)-এর ধারা ৮-এর উপ-ধারা (১)-এর "বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২০০৯ সনের ৪৬ নং আইন

Islamic University Act, 1980-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **Islamic University Act, 1980 (Act No. XXXVII of 1980)** এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন The Islamic University (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Act No. XXXVII of 1980 এর section 8 এর সংশোধন।**—Islamic University Act, 1980 (Act No. XXXVII of 1980) এর section 8 এর sub-section (1) এর "head of the Government" শব্দগুলির পরিবর্তে "President" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৪৭ নং আইন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৭ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯২ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৭ নং আইন) এর ধারা ১০-এর উপ-ধারা (১) এর "সরকার প্রধান" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৪৮ নং আইন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন) এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর "সরকার প্রধান" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৪৯ নং আইন

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৬ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০১ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৫০ নং আইন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ২৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৫ সনের ২৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৯-এর উপ-ধারা (১) এর "সরকার প্রধান" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৫১ নং আইন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৬ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর "বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০০৯ সনের ৫২ নং আইন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬-এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৭ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৯-এর সংশোধন।**—সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৯-এর উপ-ধারা (১) এর "বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

694

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই জুলাই, ২০০৯ (৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ; উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য; এবং

যেহেতু মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "কমিশন" অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপালনরত কোন ব্যক্তি;

(গ) "জনসেবক" অর্থ দণ্ডবিধির section 21এ public servant যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক;

(ঘ) "দণ্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860(XLV of 1860);

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "মানবাধিকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন (Life), অধিকার (Liberty), সমতা (Equality) ও মর্যাদা (Dignity) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার;

(ছ) "শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শৃঙ্খলা-বাহিনী;

(জ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঝ) "সাক্ষ্য আইন" অর্থ Evidence Act, 1872(I of 1872);

(ঞ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

৪। **কমিশনের কার্যালয়।**—কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশন গঠন।**—(১) চেয়ারম্যান ও অনধিক ছয়জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

(৩) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন মহিলা এবং একজন নৃতাত্ত্বিক (Ethnic) জনগোষ্ঠীর সদস্য হইতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৬। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।**—(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর অপেক্ষা কম এবং ৭০ (সত্তর) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হন।

(২) আইন বা বিচার কার্য, মানবাধিকার, শিক্ষা, সমাজসেবা বা মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে দুই মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভ করিবেন না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। **বাছাই কমিটি**।—(১) চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) চেয়ারম্যান, আইন কমিশন;

(ঙ) মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ;

(চ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন।

(২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে এবং সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। **চেয়ারম্যান ও সদস্যের অপসারণ**।—(১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

৯। **সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।**—শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।**—(১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) সার্বক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

১১। **কমিশনের সভা।**—(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সার্বক্ষণিক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান এবং অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি দুইমাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের কার্যাবলী ও তদন্তের ক্ষমতা

১২। **কমিশনের কার্যাবলী**।—(১) কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(খ) কোন জনসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(চ) মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ছ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এর মানের সহিত কোন প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সহিত উহাদের সমন্বয় নিশ্চিত করিবার স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা;

(জ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(ঝ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

(ট) মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং উক্তরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ঠ) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হইতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

(ড) মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঢ) দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা যাহাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের ও নিয়মের হয় সেই লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ণ) মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে সুশীল সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(ত) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা;

(থ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(দ) কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা; এবং

(ধ) মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যেকোন কার্য করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি কমিশনের কার্যাবলী বা দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা ঃ—

(ক) আদালতে বিচারাধীন মামলার কোন বিষয়;

(খ) ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন ন্যায়পাল কর্তৃক বিবেচ্য কোন বিষয়;

(গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত এমন কোন বিষয় যাহা Administrative Tribunals Act, 1980 (VII of 1981) এর অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য।

১৩। **সুপ্রীম কোর্ট হইতে রেফারেন্স**।—(১) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আবেদন হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত বিষয়ে কমিশন তদন্ত করিয়া রেফারেন্সে উল্লিখিত সময়সীমা, যদি থাকে, এর মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

১৪। **মানবাধিকার লংঘন প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা**।—(১) কমিশন কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে যদি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থিত মধ্যস্থতা ও সমঝোতা সফল না হইলে—

(ক) মানবাধিকার লংঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোন কার্যধারা দায়ের করিবার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে;

(খ) মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করিবে।

(৩) মানবাধিকার লংঘন করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া কমিশন এই ধারার অধীন কোন সুপারিশ করিবে না।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন প্রদত্ত সুপারিশের একটি কপি কমিশন অভিযোগকারীর নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট এই ধারার অধীন সুপারিশ প্রেরণ করা হয় উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে কমিশন সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আহবান করিতে পারিবে এবং যাচিত প্রতিবেদন দাখিল করা উক্তরূপ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন সুপারিশ প্রেরণ করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যদি প্রার্থিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হন বা প্রেরিত প্রতিবেদনে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কমিশনের মতে অপর্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে কমিশন যথাযথ বিবেচনা করিলে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিবে এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রতিবেদনের কপি সংসদে উথাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। **মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী নিয়োগ**।—(১) কোন বিষয় এই আইনের অধীন মধ্যস্থতা বা সমঝোতার জন্য প্রেরণ করা হইলে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পক্ষগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা বা সমঝোতার জন্য নিয়োগ করিবে।

(২) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার জন্য মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারীর সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীদের অধিবেশন উন্মুক্তভাবে বা গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৫) মধ্যস্থতা বা সমঝোতা না হইলে বা কোন পক্ষ মধ্যস্থতা বা সমঝোতায় আপত্তি করিলে, মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৬) যদি মধ্যস্থতা বা সমঝোতার মাধ্যমে কোন বিষয় সমঝোতা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী মীমাংসার বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মীমাংসা কার্যকর করণার্থে কমিশন তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত জরিমানা প্রদানের নির্দেশসহ অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৬। **তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা**।—এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশনের দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সাক্ষীর সমন ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন লিখিত বা মৌখিক সাক্ষ্য শপথের মাধ্যমে প্রদানের জন্য তলব করা;

(গ) বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে কমিশনের কোন বৈঠকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়া বা তাহার দখলে আছে এমন কোন দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য তলব করা;

(ঘ) তদন্ত বা অনুসন্ধানে জনগণের অংশগ্রহণ অনুমোদন বা অননুমোদন করা।

১৭। **অভিযোগের অনুসন্ধান।**—(১) কমিশন, মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার বা তদ্‌ধীন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হইতে প্রতিবেদন বা তথ্য চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে কমিশন নিজ উদ্যোগে অনুসন্ধান শুরু করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই; বা

(খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার বা ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে বা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে—

তাহা হইলে কমিশন এই বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না।

১৮। **শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শৃঙ্খলা বাহিনীর বা ইহার সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে বা কোন দরখাস্তের ভিত্তিতে সরকারের নিকট হইতে প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন চাওয়া হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন,

(ক) সন্তুষ্ট হইলে, এই বিষয়ে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না;

(খ) প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কমিশনের নিকট হইতে কোন সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে উক্তরূপ সুপারিশপ্রাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে সরকার ইহার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অভিযোগকারী বা ক্ষেত্রমত, তাহার প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করিবে।

১৯। **তদন্ত পরবর্তী কার্যক্রম**।—(১) এই আইনের অধীন ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন তদন্ত সমাপ্তির পর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, কমিশন—

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপরিশ করিতে পারিবে এবং একই সঙ্গে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যথাযথ হইবে তাহা সুপারিশের মধ্যে উল্লেখ করিবে;

(খ) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আদেশ বা নির্দেশযোগ্য হইলে, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে আবেদন দাখিল করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে বা কমিশন স্বয়ং উক্ত বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিষয়ে কমিশন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবারকে উহার বিবেচনায় যথাযথ সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করিবার জন্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধিকে সরবরাহ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন সুপারিশসহ তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি কমিশন সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে, রিপোর্ট প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে, সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনকে অবহিত করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষের কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশের সহিত মতপার্থক্য থাকে অথবা সরকার বা উক্ত কৃর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় বা অস্বীকার করে,

তাহা হইলে উক্ত মতপার্থক্য, অসমর্থতা বা অস্বীকারের কারণ উল্লেখ করিয়া উপরি-উক্ত সময়সীমার মধ্যে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) কমিশন সংশ্লিষ্ট তদন্ত রিপোর্টের সারার্থ এবং উক্ত রিপোর্টের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ তদকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, গুরুত্ব বিবেচনায় কোন তদন্ত রিপোর্টের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন উক্ত রিপোর্ট সম্পূর্ণ বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশবিশেষ প্রকাশ করিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন রিপোর্টের সারার্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টের কোন কিছুই প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৬) মানবাধিকার লংঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্য ধারায় পক্ষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার কমিশনের থাকিবে।

২০। **কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা**।—(১) কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

(২) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তব্যের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না বা উক্ত বিবৃতি বা বক্তব্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্যধারায় ব্যবহার করা যাইবে না, তবে উক্তরূপ বিবৃতি বা বক্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্য তিনি অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

২১। **সমন প্রেরণ**।—(১) এই আইনের অধীন প্রত্যেক সমন চেয়ারম্যান বা সদস্য বা কমিশন কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারী করা হইবে।

(২) প্রত্যেক সমন উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট এবং যেক্ষেত্রে তাহা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে জানামতে তাহার সর্বশেষ বাসস্থানের ঠিকানায় সরবরাহ করিয়া বা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া জারী করা হইবে।

(৩) যে ব্যক্তির নিকট সমন জারী করা হয় তিনি উহাতে উল্লিখিত সময় ও স্থানে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহাকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং তাহার নিকট হইতে যাচিত এবং তাহার দখলে আছে এমন সকল দলিল সমনের মর্মার্থ অনুসারে উপস্থাপন করিবেন।

২২। **কমিশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) প্রতি বৎসরের ৩০ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে, অন্যান্যের মধ্যে, কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, কমিশন যতদূর অবগত ততদূর, লিপিবদ্ধ থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের কর্মকর্তা, ইত্যাদি

২৩। **কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।—(১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) এই আইনের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

২৪। **মানবাধিকার কমিশন তহবিল**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানবাধিকার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) মানবাধিকার কমিশন তহবিল, অতঃপর এই ধারায় তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

২৫। **কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা**।—(১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুন্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২৬। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৭। **জনসেবক**।—চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা দণ্ডবিধির section 21 এর public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।—কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চেয়ারম্যান, সদস্য বা সচিবকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৯। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কমিশন, কোন সদস্য বা কমিশন বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বা সরকার বা কমিশনের কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট বা কার্যধারার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৩০। **বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩২। **হেফাজত সংক্রান্ত বিধান**।—(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd